মেহেরপুরে নাটক বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন

মেহেরপুর নাটক বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা ২০২২ এর উদ্বোধন করা হয়েছে। শুক্রবার বিকেলে মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমীর মিলনায়তনে এ প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করা হয়।

মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমী আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন ঘোষণা করেন, জেলা শিল্পকলা একাডেমি কার্যালয় পরিষদের সিনিয়র সহ-সভাপতি অধ্যাপক নুরুল আহমেদ।

এ সময় জেলা শিল্পকলা একাডেমীর সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান ও শিক্ষক শ্বাসত্ব নিপ্পন বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও জেলা শিল্পকলা একাডেমির কার্যনির্বাহী পরিষদের যুগ্ম সম্পাদক সম্পাদক মহিদুল ইসলাম মহিদ,সদস্য সুলতানা রাজিয়া টনি, নিলুফা বানু, মিনারুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। নাটক বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালার প্রশিক্ষণ দেবেন আরণ্যক শামীমা শওকত লাভলী।

জাতির পিতার নামাঙ্কিত এই জেলার উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী দুহাত উজাড় করে দিয়েছেন

মুক্তিযুদ্ধের সূতিকাগার বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামাঙ্কিত এই জেলার প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আলাদা দৃষ্টি রয়েছে। তিনি এই জেলার উন্নয়নের জন্য দুহাত উজাড় করে দিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার বিকেলে মুজিবনগর সেচ উন্নয়ন প্রকল্প, কুষ্টিয়া বিএডিসি এর ব্যবস্থাপনায় এবং মেহেরপুর জেলা প্রশাসনেরর আয়োজনে, মুজিবনগর উপজেলার রশিকপুর ২-কিউসেক এলএলপি স্কীম পরিদর্শন এবং

মোনাখালিতে ডাগওয়েলের উদ্বোধন শেষে মোনাখালী ঈদগাহ ময়দানে কৃষক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে, এসব কথা বলেছেন মেহেরপুর ১ আসনের সংসদ সদস্য ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি।

তিনি আরো বলেছেন, এই সরকার কৃষকের উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। মেহেরপুর জেলা কৃষি বান্ধব জেলা। এই মেহেরপুর মুজিবনগরের কৃষকের উন্নয়নের জন্য এই সরকার কৃষকের সুবিধার জন্য রাস্তা নির্মান, সেচের জন্য ভৈরব নদী, খাল, বিল খনন করা হয়েছে। কম খরচে জমিতে সেচের জন্য বিএডিসি এর তত্বাবধায়নে সোলার ডাগওয়েল,২ কিউসেক এল এম পি স্কিম স্থাপন করা হয়েছে।

এছাড়া ইতিমধ্যে মুজিবনগরে রেলপথ স্থাপন হতে চলেছে, অচিরেই চালু হবে চেকপোস্ট ও স্থলবন্দর, হচ্ছে মুজিবনগর বিশ্ববিদ্যালয়। এছাড়াও জেলার স্কুল, কলেজ, রাস্তা ঘাটের উন্নয়ন অব্যাহত রয়েছে। বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মেহেরপুর জেলাকে একটি মডেল জেলা হিসাবে গড়ে তোলা হবে।

মুজিবনগর উপজেলার ২-কিউসেক এলএলপি স্কীম পরিদর্শন ও ডাগওয়েল এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ঢাকা বিএডিসি চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) এ এফ এম হায়াতুল্লাহ সভাপতিত্বে, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান, ঢাকা প্রধান প্রকৌশলী মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ, মেহেরপুর জেলা পুলিশ সুপার রাফিউল আলম, পিপি, এ্যাড: পল্লব ভট্টাচার্য, জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ন সম্পাদক এ্যাড. ইব্রাহীম শাহীন, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা, সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর আবুল কালাম আজাদ, মোনাখালী ইউপি চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান, মোনাখালী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম রফা গাইন। উপজেলা শ্রমিক লীগের সভাপতি আবুল কালাম,উপজেলা যুব মহিলা লীগের সভানেত্রী তকলিমা খাতুন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মোনাখালী ইউনিয়নের কৃষক কৃষানী এবং মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামীলীগ অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পঞ্চম বারের মত জেলার শ্রেষ্ট

নির্বাচিত হাড়াভাঙ্গা ডিএইচ

সিনিয়র ফাজিল মাদরাসা

টানা পঞ্চম বারের মত জেলার শ্রেষ্ঠ মাদরাসা হিসাবে গৌরব ধরে রাখলো গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙ্গা ডি.এইচ ফাজিল মাদরাসা। একই সাথে এবার মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের তালিকায়ে জেলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী নির্বাচিত হয়েছে একই মাদসার ছাত্র তানভীরুজ জামান।

শিক্ষার সুষ্ঠ পরিবেশ, ভাল ফলাফলসহ ভৌত অবকাঠামোর বিবেচনায় এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে এলাকায় অবদান রাখায় মাদরাসাটি পঞ্চমবারের মত শ্রেষ্ট হয়েছে। জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ/২০২২ উপলক্ষে এ ঘোষণা দিয়েছে জেলা শিক্ষা অফিস।

বৃহস্পতিবার দুপুরে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠানের প্রিন্সিপ্যাল আব্দুর রাজ্জাকের হাতে ক্রেষ্ট ও সম্মাণনা স্বারক তুলে দেন।

হাড়াভাঙ্গা ডিএইচ সিনিয়র ফাজিল মাদরাসাকে পঞ্চম বারের মত জেলার শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচিত করায় মেহেরপুর শিক্ষা প্রশাসন ও জেলা প্রশাসনের সকল কর্মকর্তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছেন প্রিন্সিপ্যাল আব্দুর রাজ্জাক।

শিক্ষাখাতে বিনিয়োগই সবচেয়ে

বড় বিনিয়োগ—জনপ্রশাসন

প্রতিমন্ত্রী

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেছেন, শিক্ষাখাতে বিনিয়োগই সবচেয়ে বড় বিনিয়োগ। শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষের মনুষ্যত্ব বিকশিত হয়। বৃহস্পতিবার মেহেরপুরে জাতীয় শিক্ষা

সপ্তাহ ২০২২ উপলক্ষে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মাঝে সনদ ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর পুলিশ সুপার রাফিউল আলম।অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) লিংকন বিশ্বাস, জেলা শিক্ষা অফিসার মাহফুজুল হোসেন, গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মীর হাবিবুল বাশার, মেহেরপুর সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আনোয়ার হোসেন, জজকোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটর(পিপি) অ্যাডভোকেট পল্লব ভট্টাচার্য, মেহেরপুর বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের সভাপতি প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক, জেলা শিল্পকলা একাডেমীর সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ফরহাদ হোসেন এমপি বলেন, মানুষকে মানবিকতা গুণসম্পন্ন দক্ষ ও সক্ষম করে গড়ে তুলতে শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। প্রতিটি অভিভাবককে তাদের সন্তানদের সুশিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে।প্রতিমন্ত্রী এসময় বাড়ির আঙিনা ও খালি যায়গায় শাক-সবজি ও ফলমুল চাষের গুরুত্বারোপ করেন।

পরে জেলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শ্রেষ্ঠ কলেজ ও মাদ্রাসার অধ্যক্ষ, শ্রেষ্ঠ প্রধান শিক্ষক, শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী ও জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় জেলা পর্যায়ে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি।

গাংনীতে দিন ব্যাপি মৎস্য প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

গাংনী উপজেলা মৎস্য অধিদপ্তরের উদ্যোগে ৩০ জন চাষী নিয়ে দিন ব্যাপি মৎস্য প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (২৮ জুলাই) সকাল ১০ টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত গাংনী উপজেলা বিআরডিবি’র হলরুমে মাছ চাষীদের মাছ চাষ বিষয়ে এ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয।

গাংনী উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা শহীদ খন্দকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা রাসেল রানা, গাংনী উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা শাহ আলম ।

মৎস্য সেক্টরে বর্তমান সরকারের অগ্রগতি ও সাফল্য তুলে ধরে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২২ উপলক্ষে প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়।

” নিরাপদ মাছে ভরবো দেশ বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ” শ্লোগানকে নিয়ে গত ২৩ জুলাই থেকে ২৯ জুলাই পর্যন্ত সারাদেশের ন্যায় গাংনীতে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২২ উদযাপন হচ্ছে ।

মেহেরপুরে স্বেচ্ছাসেবক লীগের ২৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

কেক কেটে ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের ২৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করা হয়েছে।

বুধবার রাতে মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মফিজুর রহমানের ব্যক্তিগত উদ্যোগে মেহেরপুর শহরের এশিয়া নেট মোড়ে এ আয়োজন করা হয়।

জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর পৌরসভার কাউন্সিলার শাহিনুর রহমান রিটন, যুবলীগ নেতা মিজানুজ্জামান অপু, শোভন ফেরদৌসসহ স্থানীয় যুবলীগ নেতৃবৃন্দ।

সকলকে মিতব্যয়ীতা অনুসরণ ও অনুশিলন করতে হবে – জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি বলেন, সকলকেই মিতব্যয়ীতা অনুসরণ ও অনুশিলন করতে হবে। সকলে মিতব্যয়িতা অনুশীলন করলে এই সংকট কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে।

বৃহস্পতিবার দুপুর ১২ টার দিকে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরে জেলা প্রশাসন ও বন বিভাগের আয়োজনে ৭দিন ব্যাপী বৃক্ষমেলা ও বৃক্ষরোপন অভিযানে উদ্বোধনকালে সাংবাদিকদের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, রাশিয়া-ইউক্রেনের যুদ্ধের কারণে বৈশ্বিক সমস্যা তৈরী হয়েছে। এ সমস্যা আমাদের একার নয়। এই মূহূর্তে সারা বিশ্ব জ্বালানি সংকক সৃষ্টি হয়েছে। ইউরোপের গ্যাস এবং তেল বন্ধ হচ্ছে। ইউরোপের দেশগুলোতে জিনিসপত্রের দাম ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

তিনি বলেন, প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বে সবকিছু সমন্বয় করে আমরা এখন পর্যন্ত স্মার্টলি চলছি। আমরা বিপদে পড়তে চাইনা। আমাদের সরকার সতর্ক রয়েছে। আমরা মিতব্যয়িতা করতে চাচ্ছি। বিদ্যুৎ পানি ও প্রাকৃতিক সম্পদ আমাদের অপ্রতুল। তাই পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য আমাদের মিতব্যয়ি হতে হবে। এসব ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদের সতর্ক হতে হবে। বিদ্যুৎ অপচয় থেকে দুরে থাকতে হবে, বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ি হতে হবে।

তিনি আরো বলেন, বিগত ২০০৫ সালে বাংলাদেশে মাত্র চল্লিশ শতাংশ ঘরে বিদ্যুৎ ছিল। এখন শতভাগ ঘরে বিদ্যুতের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের সবাই এখন বিদ্যুতের সুবিধা পাচ্ছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য যে জ্বালানি লাগে সেটা বাইরে থেকে আমদানি করতে হয় । ইউক্রেন ও রাশিয়ার যুদ্ধের কারণে জ¦◌ালানির দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে যে জ্বালানি আমদানী করতে হয়, সরকার সেটি ভর্তূকি দিচ্ছে। ভর্তূকির এ টাকা জনগণের টাকা। তাই সকলকেই মিতব্যয়িতা

অনুসরণ ও অনুশীলন করতে। এই সময়ে সকলে মিত্যয়িতা অনুশীলন করলে সংকট কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে। আগামী অক্টোবর মাসের দিকে ঠান্ডা আবহাওয়া শুরু হলে বিদ্যুতের চাহিদা কমতে থাকবে।

এসময় মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান, পুলিশ সুপার রাফিউল আলম, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক, গাংনী পৌর মেয়র আহম্মেদ আলী, মেহেরপুর জজকোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট পল্লব ভট্টাচার্য, মেহেরপুর বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক হাসানুজ্জামান মালেক উপস্থিত ছিলেন।

পরে তিনি মেলার বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন। মেলায় ২০টি স্টল সাজানো হয়েছে।

মেহেরপুরে ৭ দিন ব্যাপি বৃক্ষমেলার উদ্বোধন

“বৃক্ষপ্রাণের প্রকৃতি-প্রতিবেশ, আগামী প্রজন্মের টেকসই বাংলাদেশ”এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও বন অধিদপ্তরের উদ্যোগে ৭ দিন ব্যাপি বৃক্ষ রোপন ও বৃক্ষ মেলার উদ্বোধন করা হয়েছে।

বৃক্ষ মেলা উপলক্ষে আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টার সময় মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের অফিস চত্ত্বরে র্যালি, বৃক্ষরোপন, আলোচনাসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ফিতা কেটে বৃক্ষ রোপন ও বৃক্ষ মেলার উদ্বোধনী করেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ ।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে

অনুষ্ঠিত বৃক্ষ মেলার আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, কুস্টিয়া বিভাগীয় বন কর্মকর্তা জি.এম. মোহাম্মদ কবির, মেহেরপুর পুলিশ সুপার রাফিউল আলম, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এম এ খালেক, গাংনী পৌরসভার মেয়র আহম্মেদ আলী, মেহেরপুর সামাজিক বনায়ন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো: জাফর উল্লাহ,

স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক মৃধা মোহাম্মদ মোজাহিদুল ইসলামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) লিংকন বিশ্বাস, মেহেরপুর জজকোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটর(পিপি) অ্যাডভোকেট পল্লব ভট্টাচার্য, মেহেরপুর বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের সভাপতি প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক, বন কর্মকর্তা জাফরুল্লাহ, জেলা শিল্পকলা একাডেমীর সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান প্রমুখ।

এর আগে বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষ মেলা উপলক্ষে একটি বর্ণাঢ্য র্যালী জেলা প্রশাসন চত্তর থেকে বের হয়ে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে এসে শেষ হয়। মেলায় ৩০ টি স্টল স্থান পেয়েছে।

গাংনীতে বজ্রপাতে কৃষক দুই কৃষক নিহত, আহত ২

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর ও হাড়াভাঙ্গা মাঠে পৃথক বজ্রপাতে দুই কৃষক নিহত ও দুই জন আহত হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে ৩ টার দিকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।

নিহতরা হলেন গাংনী উপজেলার কাজিপুর গ্রামের মুন্সিপাড়া এলাকার জাহাঙ্গীর হোসেন (৪৫) ও হাড়াভাঙ্গা গ্রামের আকরাম হোসেন (৬৫)। আহতরা হলেন, কাজিপুর মুন্সিপাড়ার হাউস আলী (৫৫) ও ব্রজপুর গ্রামের মুন্নাফ আলী (৪৫)।

স্থানীয়রা জানান, বৃহস্পতিবার দুপুর ১ টার দিকে কাজিপুর মুন্সিপাড়ার মাঠে জাহাঙ্গীর হোসেন, হাউস আলীসহ বেশ কয়েকজন কৃষক পাট মাথায় করে নিয়ে আসছিলেন। গুড়ি গুড়ি বৃষ্টির সাথে হঠাৎ বজ্রপাত ঘটে। বজ্রপাতটি এই দুই কৃষকের মাথার উপর পড়লে দুজনেরই শরীর ঝলসে যায়। পরে তাদের উদ্ধার করে প্রথমে বামন্দীর একটি ক্লিনিকে ও পরে সেখান থেকে জাহাঙ্গীরকে কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়। কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বেলা সাড়ে ৩ টার দিকে মারা যান জাহাঙ্গীর হোসেন।

একই সময়ে হাড়াভাঙ্গা গ্রামের আকরাম হোসেন মাঠে কাজ করার সময় বজ্রপাত ঘটলে ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনি। এছাড়া আহতরাও মাঠে কাজ করার সময় বজ্রপাতে আহত হন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

মেহেরপুর-কাথুলি সড়কের বেহাল দশা

বড় বড় গর্ত আর খানা খন্দে ভরা ভাঙ্গা চোরা জনবহল রাস্তাটি এখন সীমান্ত এলাকার হাজারো মানুষের মরণ ফাঁদে পরিণত হয়েছে।

দূর্ভোগের এই চিত্রটি প্রায় ১০ কিলোমিটার মেহেরপুর-কাথুলি সড়কের। রাস্তাটি রয়েছে মেহেরপুর সড়ক ও জনপথ বিভাগের তত্বাবধানে।

মেহেরপুর সদর ও গাংনী উপজেলার সীমান্তবর্তি উজুলপুর, কুলবাড়িয়া, চাঁদপুর শিবপুর, সহোগলপুর, গাঁড়াবাড়িয়া, কাথুলি, তেঁতুলবাড়িয়া, ধলা, খাসমহল, রংমহলসহ আশে পাশের প্রায় ২০/২৫ টি গ্রামের মানুষ জেলা শহরে আসেন এই রাস্তাটি দিয়ে। এছাড়া এলাকার প্রশিদ্ধ সব্জীসহ অন্যান্য ফসলও জেলা শহরসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে যাচ্ছে রাস্তাটি দিয়ে। এই রাস্তা দিয়েই প্রতিদিনই এলাকার প্রশিদ্ধ সব্জীসহ অন্যান্য কৃষি পণ্য ট্রাক, স্যালো ইঞ্জিনচালিত আলগামন নসিমনসহ

অন্যান্য যানবাহনে করে মেহেরপুর জেলা শহরসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে যাচ্ছে। এই এলাকা থেকে প্রতিদিনই অর্ধশত ট্রাক কৃষি পণ্য যাচ্ছে দেশের বিভিন্ন স্থানে।

সরে জমিনে দেখা গেছে, মেহেরপুর শহরতলির কায়েম কাটার মোড় থেকে গাংনী উপজেলার সীমান্তবর্তি কাথুলি মোড় পর্যন্ত রাস্তাটি ভাঙ্গা চোরা ও খানা খন্দে ভরা। কোনো কোনো স্থানে বড় বড় গর্ত সৃষ্টির পাশাপাশি রাস্তার উপর হাটু পানি জমে গেছে। এ যেনো এক মরণ ফাঁদে পরিণত হয়েছে। সামান্য বৃষ্টি হলেই কুলবাড়িয়া ও গাঁড়াবাড়িয়া বাজারের উপর হাটু পানি জমে যায়। ফলে পথচারীদের দূর্ভোগের সিমা থাকেনা।

অটো চালক তারিকুল ইসলাম বলেন, সড়কের ১০ কিলোমিটার রের মধ্যে ৯ কিলোমিটার রাস্তায় খারাপ। ভাঙা চুরা রাস্তায় যাওয়া আসার ফলে গাড়ির বল বিয়ারিংসহ অন্যান্য যন্ত্রাংশ ভেঙ্গে যাচ্ছে। সপ্তাহ পার না হতেই আবারও পার্টস লাগাতে হয় গাড়িতে।

উজুলপুর গ্রামের অটো চালক আতিয়ার রহমান বলেন, রাস্তার কোনো বাপ মা নেই। তাই এই হাল। দীর্ঘদিন যাবৎ রাস্তাটি চলাচলের অযোগ্য হয়ে গেলেও কেউ দেখেনা। মাঝে মধ্যে সড়ক ও জনপথের লোকজন সংস্কারের নামে কিছু পাথর ছিটিয়ে চলে যায়। দু একদিন পর আবার আগের মতই হয়ে যায়।

সদর উপজেলার চাঁদপুর গ্রামের লিজন বলেন, প্রতিদিনই দু একবার মেহেরপুর শহরে যেতে হয়। ভাঙ্গা চুরা রাস্তায় অটো বা আলগামনে চড়ে মাজা কোমর ব্যাথা হয়ে যায়।

গাংনীর ধলা গ্রামের সাহার আলী বলেন, আমরা সীমান্তবর্তি গ্রামের বাসিন্দা। মেহেরপুর জেলা শহরে আসি এই রাস্তা দিয়ে। রাস্তাটি এতটাই খারাপ হয়ে গেছে। এটি চলাচলের জন্য অযোগ্য হয়ে পড়েছে।

রামকৃষ্ণপুর ধলা গ্রামের ব্যবসায়ী রমজান আলী ও রিয়াজতুল্লাহ বলেন, আমরা সব্জী নিয়ে মেহেরপুর কাঁচা বাজারে আসি। এই ৮/৯ কিলো মিটার রাস্তায় চলতে গিয়ে জীবন থাকেনা। সরকারের এত উন্নয়ন চারিদিকে দেখা যায়। শুধু এই রাস্তাটির কাছেই সরকারের উন্নয়ন হয়না? প্রশ্ন করেন তিনি।

কুলবাড়িয়া গ্রামের কৃষক রহমত আলী ও হাসমত আলী বলেন, আমাদের এলাকাটা সব্জী এলাকা হিসেবে পরিচিত। এখানকার সব্জী ট্রাক লোড

হয়ে ঢাকা, চিটাগাংসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে যায়। অথচ, রাস্তাটির কারণে, কোনো ট্রাক এখানে আসতে চাইনা। রাস্তাঘাট ভাঙা চুরার কারণে অতিরিক্ত ভাড়া দাবী করেন তারা।

আড়ৎ ব্যবসায়ী জমির আলী বলেন, এখানকার কৃষি পণ্য কিনে দেশের বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যায়। এখানকার কৃষি পণ্য ও সব্জী যায় দেশের বিভিন্ন স্থানে। মেহেরপুর-কাথুলি রাস্তাটির কারণে, সব চেয়ে বেশী ভোগান্তিতে আছে ব্যবসায়ীরা। খারাপ রাস্তাটির কারণে বাইরের গাড়ি ঘোড়াও এখানে আসতে চাইনা।

মেহেরপুর সড়ক ও জনপথ বিভাগের সাব ডিভিশনাল প্রকৌশলী মিজানুর রহমান বলেন, মেহেরপুর-কাথুলি রাস্তাটির অবস্থা এখন খুবই খারাপ। রাস্তাটিতে ছোট খাটো সংস্কার করলে টিকানো যাবেনা। এখানে বড় ধরনের সংস্কার কাজ করতে হবে।

তিনি বলেন, গত অর্থ বছরে মেহেরপুর সওজ থেকে জেলার তিনটি রাস্তার উন্নয়নের জন্য জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর কাছে ডিও লেটার চেয়েছিলাম। প্রতিমন্ত্রী স্যার ২ টি রাস্তার উন্নয়নে ডিও লেটার দিয়েছেন। সে দুটি রাস্তার সংস্কার করা শেষ হয়েছে। রাস্তাটি বড় ধরণের সংস্কার কাজ করার জন্য মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্যের কাছ থেকে ডিও লেটার নিয়ে মন্ত্রণালয়ে জমা দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রণালয় এখনো বরাদ্দ দেইনি। বরাদ্দ দিলে ওই রাস্তাটিতে বড় ধরনের সংস্কার কাজ করা হবে।

সড়ক ও জনপথ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী (অতিরিক্ত) মুনঞ্জুরুল করিম বলেছেন, সংস্কার করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। বরাদ্দ পেলে ওই রাস্তাটির সংস্কার কাজ করা হবে।

এ ব্যাপারে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর সাথে মোবাইল ফোনে একাধিকবার চেষ্টা করা হলেও ফোন রিসিভ হয়নি।